পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

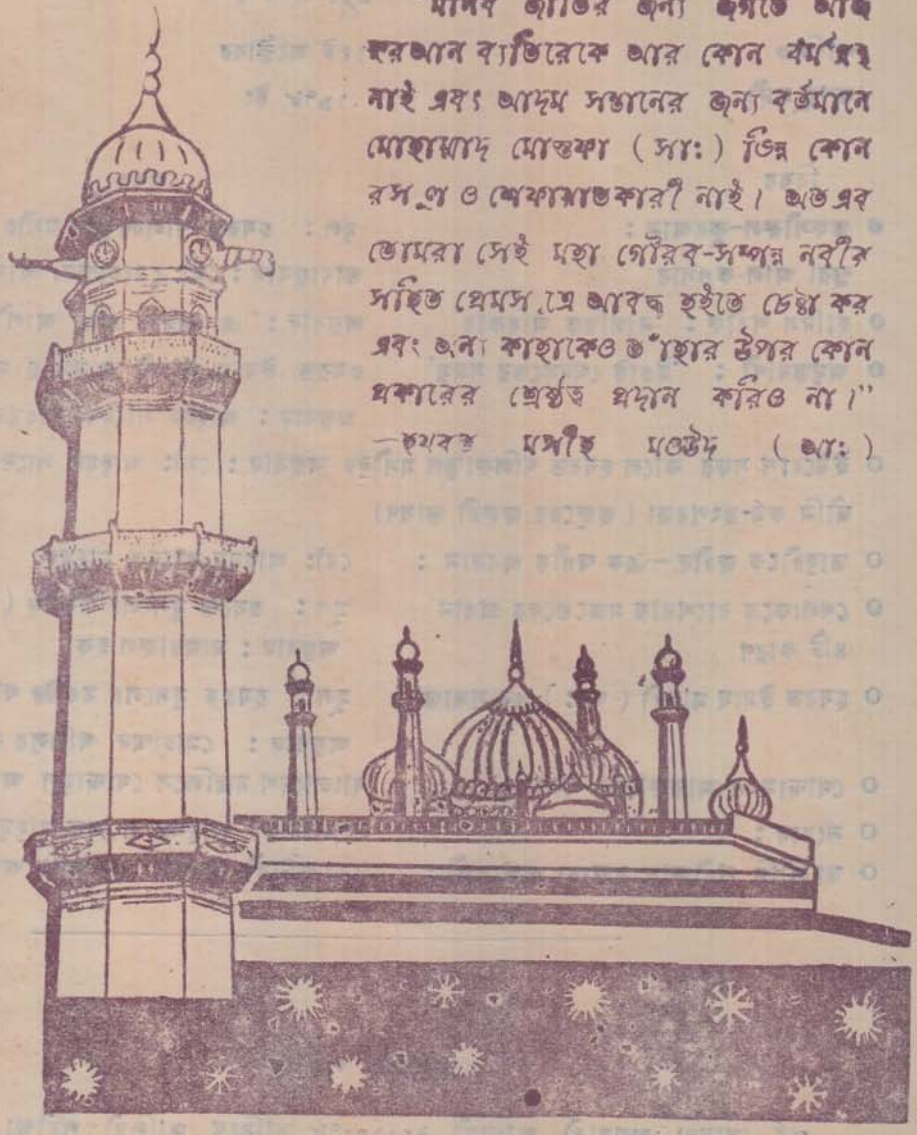

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার
নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৫ বাংলা : ১৯ই অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং : ১২ই জিলকদ, ১৩৯৮ হিঃ
বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ১১তম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
○ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃআঃ	১
○ হাদিস শরীফ : 'নাগরিক অধিকার'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
○ অমৃতবাণী : 'ইহাই খেদমতের সময়'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৭
○ ইউরোপ সফর কালে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র দ্বীনি কর্ম-তৎপরতা (হুজুরের জরুরী ভাষণ)	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
○ তাহ্‌রীকে জদীদ—এক স্বর্গীয় অবদান :	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
○ খেলাফতে রাশেদায় মতভেদের প্রধান ৪টি কারণ	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) অনুবাদ : মাজহারুল হক	১৭
○ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২০
○ খোদ্দাম ও আতফালের পাতা :	বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া	২৩
○ সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৬
○ তা'লীমি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :	সেক্রেটারী তালীম, বাঃ আঃ আঃ	২৮

তালিমী পরীক্ষা

পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী আগামী ২০-১০-৭৮ তারিখে তালিমী পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সেক্রেটারী তালীম
বাংলাদেশ আঃ আঃ

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১১ম সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং ৩০শে তবুক, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি কওসার শব্দের এক অর্থ হইল الرجل الكثير العطاء و الخير অর্থাৎ পরম দানশীল এবং কল্যাণকর পুরুষ। ইমাম রাগেবের বিখ্যাত অভিধান 'মুফরাদাতে' এই অর্থ দেওয়া আছে। 'তাজুল উরুস' ইত্যাদি অপরাপর অভিধানেও এই অর্থ করা হইয়াছে। ইমাম রাগেব বলিয়াছেন, "কওসার বেহেস্তের এক নহরকে বলা হইয়াছে, যাহা হইতে অপরাপর নহর বহির্গত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে কওসার সেই মহান কল্যাণকে বলে, যাহা আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দিয়াছেন। 'মকসুর' দানশীল মানুষকে বলে।

'আকরাবুল মাওয়ারেদ' উপরুক্ত অর্থ ছাড়া কওসারের অর্থ "মহা কল্যাণকর নেতা" বা "এমন ব্যক্তি যিনি দানশীল এবং বড়ই কল্যাণকারী" করিয়াছে। সুতরাং انا اعطينك الكوثر এর অর্থ দাঁড়াইল যে "আমি তোমাকে এমন পুরুষ দিব, যে মহা দানশীলতা ও কল্যাণের আকর হইবে। বর্ণনার মজমুন হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুত পুরুষ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এক আধ্যাত্মিক পুত্র এবং তাঁহার গোলাম হইবেন। তিনি তাঁহার জামাত বহির্ভূত কেহ হইবেন না। রসুল হিসাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দুই নাম। তাঁহার এক নাম আহমদ এবং আর এক নাম মোহাম্মদ (সাঃ)। যদি انا اعطينك الكوثر আয়াতের মধ্যে الكوثر এর স্থলে احمد বসান হয়, তাহা হইলে মজমুনটি দাঁড়াইবে انا اعطينك احمد অর্থাৎ "আমি তোমাকে আহমদ নামে এক গোলাম দান করিব।" এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "তোমাকে দিব" বলিতে দুই অর্থ হয়। এক ঔরসজাত পুত্ররূপে অথবা আধ্যাত্মিক

পুত্র অর্থাৎ গোলাম রূপে। যেহেতু সূরা আহযাবে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কোন ঔরসজাত পুত্র নাই, সুতরাং এখানে একটি অর্থই প্রযোজ্য হয়। উহা হইল আধ্যাত্মিক পুত্র বা গোলাম। পরবর্তী আয়াতও এই অর্থকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। فصل لربك وانحر অর্থাৎ "আমি তোমাকে গোলাম আহমদ দিব, সুতরাং তুমি দোওয়া কর এবং কুরবানী দাও।" দোওয়া এবং কুরবানী পুত্রের জন্ম উপলক্ষেই করা হয়। ইসলামী শিক্ষানুযায়ী কাহারও পুত্র জন্মিলে, নবজাত শিশুর মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। আকীকার জন্য ছাগল কুরবানী দিতে ও সদকা-খয়রাৎ ও দোওয়া করিতে হয়। এইভাবে দোওয়া এবং কুরবানী দুই হইয়া যায়। সুতরাং এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছে যে এখানে কোন আধ্যাত্মিক পুত্রের আগমনের কথা বলা হইয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এইরূপ পুরুষ পাওয়ার অর্থ হইতেছে যে প্রতিশ্রুত পুরুষ তাঁহার আধ্যাত্মিক ওয়ারিস হইবেন। তিনি বাহ্যিক ওয়ারিস হইবেন না। কারণ কাহারও বাহ্যিক ওয়ারিস তাহার প্রভুর অনুগামী নাও হইতে পারে। দেখা যায় অনেক মুসলমান হিন্দু বা খৃষ্টান খাদেম রাখিয়া লয়। সুতরাং খাদেম হওয়ার জন্য প্রভুর অনুগমনের শর্ত থাকে না। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন,

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

'কখনও কখনও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহতায়ালা তাঁহার ধর্মের সাহায্যের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ইহার অর্থ জাগতিক সাহায্য। ধর্মীয় সাহায্য নহে। কারণ ইহা অসম্ভব যে ধর্মীয় খেদমতের হকদার বান্দাগণকে ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহতায়ালা কোন অধার্মিককে দিনের খেদমতের জন্য নির্বাচিত করেন। সুতরাং এরূপ সাহায্যের অর্থ আর্থিক বা লড়াই ইত্যাদির কাজে হইতে পারে, দীনী কাজে কোন অবস্থাতেই নহে।

এখানে যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে প্রতিশ্রুত পুরুষ কেবল তাঁহার গোলাম হইবেন না, বরং তাঁহার রুহানী আওলাদের মধ্য হইতে হইবেন, সেই জন্য ঐ দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে فصل لربك وانحر কথাগুলি সংযোজিত করিয়াছেন অর্থাৎ যেভাবে পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে শুকরিয়া জানাইতে দোওয়া ও আকীকার কুরবানী করিতে হয়, সেইরূপ তোমার প্রতিশ্রুত রুহানী গোলামের জন্য শুকরিয়া জানাইয়া দোওয়া কর এবং কুরবানী দাও। এই আয়াতে ঐ সকল লোকের আকীদার খণ্ডন আছে, যাহারা ধারণা রাখে যে, যে প্রতিশ্রুত পুরুষ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংশোধনের জন্য আসিবেন, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্য হইতে না হইয়া বাহির হইতে আসিবেন। কারণ এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছে যে, উল্লেখিত মহাপুরুষ এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবেন, বাহির হইতে নহে। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, শেষ যুগে যাঁহার সম্বন্ধে আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তিনি মসীহ নাসরী (আঃ)। যদি মুসায়ী শরীয়তের অনুগামী হযরত ঈসা (আঃ)-এরই আগমনের কথা ছিল, তাহা হইলে, انا اعطيناك موسى الكوثر—অর্থাৎ "হযরত মুসা (আঃ)-কে কওসার দিয়াছি" আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দিই নাই" বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু এখানে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমাকে কওসার দিয়াছি। তুমি দোওয়া কর, আকীকা কর, কুরবাণী দাও।

এতদ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কওসারের অর্থ হইল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রুহানী পুত্র। কারণ আকীকা, কুরবাণী ও দোওয়া নিজের পুত্রের জন্ম উপলক্ষ্যেই করা হইয়া থাকে। অন্যের পুত্রের জন্য করা হয় না।

উপরে প্রদত্ত যুক্তির বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম হইল—যদি انا اعطيناك আয়াতের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুত পুরুষের উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া অপর কেহ না হইয়া, স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এরই আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ইহার মধ্যে আছে বলিয়া মানিলে ক্ষতি কি ? ইহার উত্তর এই যে, হাদিসের মধ্যে পরিস্কার ভাষায় এক আগমনকারী মসীহ ও মাহদীর ভবিষ্যদ্বাণী আছে। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, শেষ যুগে মসীহও মাহদী জন্ম গ্রহণ করিবেন, যিনি উম্মতে মোহাম্মদীর সংস্কার করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী এক ব্যক্তির জন্য হইতে পারে, অথবা দুই জনের জন্যে হইতে পারে, যিনি বা যাঁহারা একই যুগে আবির্ভূত হইবেন। আমাদের দৃষ্টিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী একই ব্যক্তির জন্য, যিনি মসীহও হইবেন এবং মাহদীও হইবেন। সাধারণ মুসলমানগণ তাঁহাকে দুই ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন। মোট কথা, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেটিই ঠিক হউক না কেন, ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী ধর্ম-সাহিত্যে এত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী অপর কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে নাই। অপর কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) এরূপ জোরদার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। সুতরাং এতদ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইল যে, কুরআন করীমের আলোচ্য আয়াতে যে মহাপুরুষের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তিনি সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন হইবেন, অথবা আমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি একই ব্যক্তি মসিহও এবং মাহদীও হইবেন। ইহা কিছুতেই মানা যাইতে পারেনা যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির জন্য করা হইয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এরূপ বিরাট গুরুত্ব দিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "যখন হইতে নবুওতের সেলসেলা জারি হইয়াছে, তদবধি দুনিয়ায় যত নবীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই শেষ যুগে বিরাট ফেতনার সম্বন্ধে সতর্কবাণী দিয়া গিয়াছেন।" সুতরাং যিনি বিরাট ফেতনাকে দূর করিবার জন্য আবির্ভূত হইবেন, তিনি স্বয়ং এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ হইবেন। মোট কথা, আঁ-হযরত (সাঃ) শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের বিষয়ে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং হাদীসে সে সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে। যদি কাওসার বলিতে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে বুঝায় তাহা হইলে বিষয়টি এইরূপ দাঁড়াইবে, আঁ-হযরত (সাঃ) যাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন, কুরআন করীম সে সম্বন্ধে নীরব এবং কুরআন করীম যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে, আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু এরূপ কথা আক্কেলের খেলাপ। মোট কথা, আঁ-হযরত সাঃ) সেই কথার উপর জোর দিতে পারেন, যাহার উপর আল্লাহতায়ালা জোর দিয়াছেন এবং খোদাতায়লাও সেই সংবাদের সমর্থন করিবেন, যে সংবাদ আঁ-হযরত (সাঃ) দিয়াছেন। সুতরাং কওসার শব্দের মধ্যে যাঁহার ভবিষৎদ্বাণী করা হইয়াছে, তিনিই সেই ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে যাঁহাকে মসীহ ও মাহদী বলা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে সুরা বকরে উল্লেখিত হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর দোওয়া আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সেই দোওয়া হইল :

يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে এমন এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত কর, যে মানব জাতিকে কেতাব এবং হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্য যে দোওয়া করিয়াছিলেন তাহার ফলে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশে বাইবেল অনুযায়ী মুসাবী সেলসেলা জারি হইয়াছিল। এই সেলসেলার আরম্ভ হয় হযরত মুসা (আঃ)-কে দিয়া এবং ইহার শেষ কড়ি হযরত ঈসা (আঃ)। হযরত ইসহাক এবং হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশদ্বয়ে সমতা রক্ষাকল্পে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশে হযরত মুসা (আঃ)-এর ন্যায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন ছিল। এবং তাঁহার পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় এক মহাপুরুষের আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বরং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবাণী এবং তাঁহাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী ইসমাইলী উম্মত মওউদের মর্যাদা, তাঁহারা যাঁহাদের সাদৃশ্য, তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হওয়া উচিত। বস্তুতঃ আল্লাহ-তায়ালা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আবির্ভূত করেন। তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর সদৃশ ছিলেন, কিন্তু মর্যাদায় তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর উর্ধে ছিলেন। পুনঃ আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দিয়া আর এক মামুরের শুভ-সংবাদ দেওয়ান, যিনি মসীহ বলিয়া অভিহিত হইবেন। পবিত্র কুরআনে যেমন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুরূপ বলা হইয়াছে, তেমনি আঁ-হযরত (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

كيف تهلك امة انا فى اولها و المسيح اخرها

অর্থাৎ "আমার উম্মত কিরূপে ধ্বংস হইবে? ইহার গোড়ায় আমি আছি এবং শেষে মসীহ হইবে।" মোট কথা, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মুসাবী সেলসেলায় যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছিল, উহা আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও দেওয়া হইল এবং এতদ্বারা বনু ইসহাক ও বনু ইসমাইল বংশদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হইল এবং বনু ইসমাইলকে ফযিলত প্রদান করা হইল। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোওয়া করিয়াছিলেন, উহার ফলে মুসাবী সিলসিলা চালু হয়। উহার বুনিয়াদ রাখেন হযরত মুসা (আঃ) এবং সমাপ্তি করেন হযরত ঈসা (আঃ)। অনুরূপভাবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোওয়া করেন, উহার ফলে মোহাম্মদী সেলসেলা চলে। ইহার বুনিয়াদ স্থাপন করেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং শেষ যুগে সানী (দ্বিতীয়) মসীহ অর্থাৎ মসীহ মওউদ (আঃ)এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এইভাবে সাদৃশ্যকে পূর্ণ করা হয়।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে মহান গোলাম বা রুহানী পুত্র প্রদানের সু-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, মোহাম্মদী ও মুসাবী সেলসেলার মধ্যে সমতার শৃঙ্খল দ্বয়ের শেষ কড়ি দুইটিও অনুরূপ হইবে। বরং মুসাবী সেলসেলার শেষ নকসা অপেক্ষা মোহাম্মদী সেলসেলার নকসা বেশী উজ্জল, বেশী শানদার এবং অধিকতর শান্তি ও সুখের কারণ হইবে এবং পরিণাম কল্যাণপূর্ণ হইবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩৫। নাগরিক অধিকার ও নিয়মাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪৯। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমরা পথের উপর বসিবে না। সাহাবা আরয করিলেন : 'হে রসুলুল্লাহ, আমরা সেখানে বসিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া উপায় নাই। আমরা এই সব স্থানে বসিয়া কথাবার্তা বলি এবং পরস্পর পরামর্শ করি।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : তোমরা যখন সেখানে না বসিয়া পার না, তোমরা বসিতে বাধ্য এবং ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছ, তখন পথের হক আদায় করিবে। সাহবা (রাযিঃ) আরয করিলেন : পথের হক কি? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "চক্ষু নত রাখিবে, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিবে, সালামের উত্তর দিবে, ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত বিষয় সব রোধ করিবে।" ['বুখারী, কেতাবুল্-ইস্তিযান, ১ : ৯২০ পৃঃ]

২৫০। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "বাসন ও তৈজসপত্র ঢাকিয়া রাখিবে। মশকের মুখ বন্ধ রাখিবে, অর্থাৎ পানীয় তল খোলা মুখে রাখিবে না। তোমাদের দরোজা রাত্রে বন্ধ রাখিবে। বাতি নিভাইয়া দিবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে শয়তান তোমাদের মশকের মুখ নগ্ন করিতে পারিবে না। তোমাদের দরোজা খুলিতে পারিবে না। বাসনপত্র অনাবৃত রাখিতে পারিবে না। অর্থাৎ, তোমরা সব দিক দিয়া ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবে। যদি কাহারো বাসন-পত্র ঢাকিবার কোন জিনিষ না থাকে, তবে পাত্র ঢাকার জন্য উহার উপর আড়াআড়িভাবে কাঠ বা তক্তা হইলেও রাখিবে এবং এরূপ করিবার সময় আল্লাহতায়ালার নাম, অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' পড়িবে। বাতি জ্বালানো থাকিলে এই ক্ষতি হইতে পারে যে, গৃহের ইঁদুর টানিয়া নিয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে গৃহ অগ্নিস্যাৎ হইতে পারে।

['মুসলিম, কেতাবুল্ বিররে ওয়াস সালাহ, ১-২ : ২৮৩ পৃঃ)

২৫১। হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, মদিনার এক ব্যক্তির গৃহ রাত্রিতে অগ্নি দগ্ধ হইয়া গেল। হুযুর (সাঃ) যখন এই ঘটনা জানিতে পারিলেন তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : আগুন তোমাদের শত্রু। আগুন ভালমত নিভাইয়া শয়ন করিবে।" ("বুখারী, কেতাবুল ইস্তিযান, ২ : ৯৩১ পৃ :)

২৫২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে কুকুর রাখে প্রত্যহ তাহার 'আমল' (কর্মরাশি) হইতে এক কিরাত হ্রাস পাইতে থাকিবে। হাঁ, মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল

ও পশু-পালন রাখালির জন্য কুকুর রাখিতে পারে। 'মুসলিমের' রেওয়ায়েতে আছে যে, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা গৃহ পালিত জন্তুর রাখালি বা ক্ষেতের প্রহরা দেওয়া ছাড়া শুধু সখে কুকুর পালন করে, তাহার সওয়াব হইতে প্রত্যেহ দুই কিরাত হ্রাস পাইতে থাকিবে।"

("বুখারী; কেতাবুল হার্স, বাবু ইকতেনায়ে কালবুল হার্স, ১:৩১২ পৃঃ মুসলিম, ১—২ : ৩৩ পৃঃ)

৩৬। গুরুত্বপূর্ণ কার্যে পরামর্শ গ্রহণ ও ইস্তেখারাহ (মঙ্গল প্রার্থনা)-র নির্দেশ।

২৫৩। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ইস্তেখারা" (মঙ্গল প্রার্থনা) নিয়ম এরূপ শিখাইতেন যেন কুরআন করীমের কোন অংশ শিখাইতেছেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইতেন, "যখন তোমাদের কেহ গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্যের সংকল্প কর, তখন দুই রাকাতে নফল পড়িবে। শেষ এই দোয়া চাহিবে :

"আল্লাহ আমার, আমি তোমার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। তোমার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতেছি। তোমার মহান অনুগ্রহের ভিক্ষারী আমি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান। আমি শক্তিমান নই। তুমি সব কিছু জান। আমি জানি না তুমি সর্বজ্ঞ। ওগো আমার আল্লাহ, যদি তোমার জ্ঞানে আমার এই কাজ (কাজের নাম নিতে পার) আমার জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থিব, অপার্থিব ও ধর্মীয় সব দিক হইতে এবং পরিণামের দিক হইতে ভাল" বা ফরমাইয়াছেন ফরমাইয়াছেন যে বলিবে :) "আমার এখনকার প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিক হইতে আশীষপূর্ণ (বাবরকত), তবে এই কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও, তারপর আমার জন্য ইহাতে বরকত দাও। এবং যদি তোমার জ্ঞানে আমার ধর্মীয় এবং দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের দিক হইতে এবং পরিণামের দিক হইতে ক্ষতিকর, (বা ফরমাইয়াছিলেন) এখনকার প্রয়োজন বা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিক হইতে আমার জন অনিষ্টকর, তবে এই কাজ সংঘটিত হইতে দিওনা এবং ইহার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমার জন্য মঙ্গল—যেখানেই উহা থাকুক—নির্ধারণ কর এবং আমাকে তাহাতে প্রশান্তি দাও।

(বুখারী; কেতাবুদ দাওয়াত, বাবু দোয়া ইন্দায্ ইস্তেখারাহ, ২ : ৯৪৪ পৃঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

—::—

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খোদাতায়ালার উপর নির্ভরশীল হইয়া পূর্ণ এখলাস (আন্তরিক নিষ্ঠা), স্পৃহা, উদ্দীপনা ও হিম্মতের সহিত কাজ কর, কেননা ইহাই খেদমত পালনের সময়।

দুনিয়া এক অস্থায়ী চলমান বাসস্থান। মানুষ যখন কোন প্রয়োজনীয় সময়ে কোন পূণ্যকাজ সম্পাদনে পূর্ণ যত্নবান হয় না, তখন হারানো সময় আর তাহার হাতে ফিরে আসে না। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে, জীবনের এক বৃহৎকাল অতিক্রম করিয়াছি এবং এলহামে-এলাহী এবং বিচার-বিবেচনায়ও প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের আর স্বল্প অংশই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার বর্তমানে আমার ইচ্ছা-আকাঙ্খানুযায়ী আমার উদ্দেশ্যাবলীতে সাহায্য-সহায়তাদান করিবে, আমি আশা রাখি যে, সে কিয়ামতেও আমার সঙ্গলাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি এরূপ জরুরী অভিযান ও কার্যাবলীতে অর্থদান করিবে, আমি প্রত্যাশা করি না যে, এরূপ অর্থদানে তাহার অর্থে কোনও অভাব সৃষ্টি হইবে, বরং তাহার অর্থে বরকত দেওয়া হইবে। সুতরাং আপনাদের উচিৎ যে, খোদাতায়ালার উপর নির্ভরশীল হইয়া পূর্ণ এখলাস (আন্তরিক নিষ্ঠা), স্পৃহা ও উদ্দীপনা এবং হিম্মতে বলিয়ান হইয়া কর্মতৎপর হউন, কেননা ইহাই খেদমত পালনের সময়। ইহার পর সেই সময় আসিতেছে, যখন একটি স্বর্ণের পর্বতও এই পথে ব্যয় করিলে বর্তমান যুগের একটি পয়সার তুল্যও হইবে না। ইহা এমন এক বরকতময় যুগ যে, তোমাদের মধ্যে খোদার সেই প্রেরিতপুরুষ বিদ্যমান, যাঁহার আগমনের জন্য উম্মত ও জাতিসমূহ অপেক্ষমান ছিল, (যে যুগে) প্রতিদিন খোদাতায়ালার নিত্যনতুন শুভসংবাদে ভরপুর তাজা ওহী নাজেল হইতেছে, এবং খোদাতায়ালা ক্রমাগত উপর্যপরি ধারায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত ও কার্যতঃ এবং নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তিই এই জামাতে দাখিল বলিয়া বিবেচিত হইবে, যে তাহার প্রিয় মাল এই পথে খরচ করিবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, তোমরা দুইটি বস্তুকে মহব্বত করিতে পার না। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং খোদাতায়ালাকেও ভালবাস। শুধুমাত্র একটিকেই ভালবাসিতে পার। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ খোদাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পথে মাল খরচ করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তাহার মালেও অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হইবে। কেননা, মাল আপনাপনি আসেনা, বরং খোদা-

তায়ালার এরাদায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাহার মালের একাংশ ত্যাগ করে, সে অবশ্য অবশ্যই তাহা পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে মহব্বত করিয়া খোদাতায়ালার পথে সেই খেদমত পালন করে না যাহা তাহার পালন করা উচিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয় সেই মাল হারাইবে। ইহা কখনও ধারণা করিবে না যে, মাল তোমাদের প্রচেষ্টায় আসে, বরং খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে। এবং ইহাও কখনও ধারণা করিবেনা যে, তোমরা মালের কোন অংশ দান করিয়া অথবা অন্য কোনও আকারে কোন খেদমত সম্পাদন করিয়া খোদাতায়ালা এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উপর কোন এহসান করিতেছ, বরং তাঁহারই এহসান যে, তোমাদিগকে তিনি খেদমতের আহ্বান জানাইতেছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, তোমরা যদি সকলে মিলিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত-সেবা ও সাহায্যদানে পাশ কাটাইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি আর এক জাতি লইয়া আসিবেন যাহারা তাঁহার খেদমত সাধন করিবে। তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান করিবে যে, এই কাজ আসমান হইতে প্রবর্তিত, এবং তোমাদের খেদমত কেবল তোমাদেরই কল্যাণার্থে (নিরূপিত হয়)। সুতরাং এমন যেন না হয়, যে, তোমরা অন্তরে অহংকার পোষণ কর অথবা ইহা মনে কর যে, 'আমরা আর্থিক বা অন্য কোন প্রকারের খেদমত সাধন করি।" আমি বারংবার তোমাদিগকে বলিতেছি যে, খোদাতায়ালা তোমাদের খেদমতের বিন্দুমাত্রও মুখাপেক্ষী নহেন। বরং তোমাদের উপর অবশ্য ইহা তাঁহার ফজল এবং অনুগ্রহ যে, তোমাদিগকে তিনি খেদমত করার মওকা বা সুযোগ দেন।"

(তবলীগে রেসালত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩—৫৫)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

"ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।" (কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ)

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমা কারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

খোৎবার জন্য ঃ

ইউরোপ সফর কালে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কর্মতৎপরতা

(পূর্ব প্রকাশের পর

লণ্ডন—১৯শে জুলাই হইতে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত হুজুর আকদাস (আইঃ) দৈনিক মাগরিব ও এশার নামাজ জমা' পড়াইবার পর জামাতের ভ্রাতাগণকে তাঁহার সারগর্ভ ভাষণ ও অমূল্য উপদেশবলীর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে থাকেন। এই সকল মজলিসে তিনি হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদার গুরুত্ব তাঁহার গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হাকাম ও আদাল (ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী) ঃ

হুজুর বলেন, কোন কোন আহমদী অজ্ঞতাবশতঃ বা পূর্ণ তত্ত্ববিষয়ের অভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিকভাবে পরিচিত নন। তিনি বলেন, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে 'হাকাম ও আদাল' (ন্যায় বিচারক ও মীমংসা-কারী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রামাণিক হাদিস সমূহে তিনি উহার স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। সেইজন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) 'হাকাম ও আদাল"-এর পদাধিকারী হিসাবে নিজেও ইহা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কুরআন করীমের যে তফসীর বা ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন অথবা কুরআন করীমের যে তফসীর বা ব্যাখ্যা হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) করিয়া গিয়াছেন উহার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে মানিতে হইবে। যদি কোন হাদিস সম্পর্কে তিনি বলিয়া থাকেন যে, উহা আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর কওল বা উক্তি নয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে, উহা প্রকৃত পক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর উক্তি বা হাদিস নয়। এই প্রসঙ্গে হুজুর (আঃ) কতিপয় এরূপ মৌলিক নীতি বর্ণনা করেন যাহা কোনও হাদিসের প্রামাণ্যতা ও সত্যতা জানিবার বা নির্ণয় করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যেহেতু হাকাম ও আদাল, সেইহেতু আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে স্বীয় পক্ষ হইতে অপার্থিব জ্ঞান (এলমে লাদুন্নী) দান করেন। সেইজন্য আমরা মানি যে, তাঁহার কালামে (বক্তব্যে) কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কোন কথা নাই এবং কোন সহি হাদিস বা সুন্নতেরও পরিপন্থি কোনকিছু নাই।

মুজাদ্দেদিয়াত এবং খেলাফত ঃ

হযরত আকদাস (আইঃ) বলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরভাগে মুজাদ্দেদ আগমন সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন করীমে মুজাদ্দেদ শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই, বরং খেলা-ফতের উল্লেখ করা হইয়াছে। "মুজাদ্দেদ' শব্দ হাদিসে আসিয়াছে। তাহাও এই অর্থে

যে প্রত্যেকে শতাব্দীতে (শিরভাগে) এক বা একাধিক ব্যক্তি তজদীদে-দ্বীন বা ধর্ম-সংস্কারের কাজ করিবেন। ইসলাম তজদীদে-দ্বীনের ব্যাপারটি এক ব্যক্তিতেই সীমিত করে নাই বরং (মুজাদ্দেদ আগমন সম্পর্কিত হাদিসে) مَن 'মান' শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহাতে ব্যাপকতা ও সংখ্যাধিক্যসূচক অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ('মান' শব্দ একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থ বুঝায়) সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যেখানেই তাঁহার দাবী এবং মোকাম ও মর্যাদাকে মোহ্‌কামাত (প্রকাশ্য ও মৌলিক সত্য ও যুক্তি-প্রমাণ)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে মুজাদ্দেদের উল্লেখ খেলাফতের আলোচনা প্রসঙ্গেই করিয়াছেন। কেননা কুরআন করীমে শুধু খেলাফতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; মুজাদ্দেদিয়তের কথা বলা হয় নাই। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, মুসায়ী উম্মতে যেভাবে খলিফাগণের এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল জারী করা হইয়াছিল সেইভাবেই উম্মতে মুহাম্মদীয়াতেও জারী করা হইবে। পার্থক্য শুধু এ'টুকুই যে বনীইস্রাইলের খলিফাগণ নবীও হইয়াছিলেন, কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খলিফাগণ علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل 'আমার উম্মতের খলিফাগণ নবীগণের তুল্য হইবেন' হাদীস অনুযায়ী বেলায়েত ولايت-এর মোকাম লাভ করিতেন কিন্তু তাঁহারা নবী হইতেন না, একমাত্র প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) ব্যতীত, যাঁহাকে হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ) نبى الله—'আল্লাহর নবী' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দাবী এই নয় যে, তিনি অতীতের সহস্র সহস্র মুজাদ্দেদ এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের একজন, বরং তাঁহার দাবী এই যে, মূসা (আঃ)-এর উম্মতে যেভাবে তেরজন খলিফা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তেরতম ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)—তেমনিভাবে হযরত রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে তেরজন খলিফা হইয়াছেন এবং তেরতম হইলেন প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী আঃ এবং তাঁহার পর এই ধারাবাহিক শৃঙ্খলে আর কোন মুজাদ্দিদ বা ইমাম নাই এবং কোন মসীহও আসিবেন না। তাঁহার পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদ ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে কাহারও নিকট এই কাজ সোপর্দ হয় নাই যে, সারা জগত ব্যাপী ইসলাম প্রচার করেন এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার কল্পে জানী ও মালী কুরবানীর জেহাদ পরিচালনা করেন।

ইমাম-আখেরুজ্জামান সম্পর্কে সুসংবাদ ঃ

কি অর্থে নবী আসিতে পারে এবং কি অর্থে আসিতে পারেনা—এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, উম্মতে মুসলেমার মধ্যে শুধু সেই নবীই আসিতে পারেন যাহার সুসংবাদ হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ) দিয়াছেন এবং আমাদের জানা মতে শুধু একজনেরই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে (মুসলীম শরীফে বর্ণিত হাদিসে) চারিবার নবীউল্লাহ (আল্লাহর নবী) শব্দগুলি বলা হইয়াছে।

কুরআন করীম অনুযায়ী হযরত নবী আকরাম (সাঃ) মূসা (আঃ)-এর সদৃশ ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের শেষভাগে হযরত ঈসা (আঃ) আসিয়াছিলেন। তেমনিভাবে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর উম্মতের শেষভাগে মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) আসিয়াছেন। সেই অনুযায়ী হুজুর আকদাস আলাইহেস্ সালামও বার বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি শেষ খলিফা, শেষ মুসীহ ও শেষ মুজাদ্দিদ এবং ইমাম-আখেরুজ্‌জামান। তিনি শতাব্দীরও মুজাদ্দিদ এবং শেষ একহাজার বৎসর কালেরও মুজাদ্দিদ। কিয়ামত পর্যন্ত যে শতাব্দী সমূহ আসিবে তদোবধী তাঁহার তজদীদে-দ্বীন বা ধর্ম-সংস্কার এবং ইসলাম-প্রচারের কাজ বিস্তৃত থাকিবে। সেজন্য তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরে আর কোন ইমাম নাই এবং কোন মসীহও নাই, একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যিনি তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে আগমন করেন। তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যদি কেহ মনে করে যে, সে স্বতন্ত্র রূপে নেয়ামত ও রহমতরাজী হাসিল করিতে পারিবে, তাহা হইলে সে ভ্রমে নিপতিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এই মোকাম ও মর্যাদা 'ফানা ফির রসুল' (হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রেম ও পায়রবীতে আত্মবিলিন) হওয়ার জন্যই হাসিল হইয়াছে।

তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এমন পর্যায়ে ভালবাসিয়াছেন এবং এমনই রঙে তাঁহার অনুবর্তিতাও পায়রবী করিয়াছেন যে তাঁহার জীবন-সত্তায় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়ার জ্যোতির্বিকাশ ঘটিল। সেজন্যই তিনি বলিয়াছেন :

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے۔

— 'একমাত্র তিনিই, আমি কিছুই নহি। সুতরাং ইহাই ফয়সালা।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে বিশেষ আবেদন এই যে, পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার চলতি বৎসরে পাঁচ মাস গত হইতে চলিয়াছে, অথচ আশানুরূপ চাঁদা আসিতেছে না। কাহারও কাহারও ২/৩ বৎসরের পর্যন্ত বকেয়া পড়িয়াছে। অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব চাঁদা অত্র অফিসে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, অন্যথায় আমরা পত্রিকা চাঁদা অনাদায়কারীদের নামে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব।

ম্যানেজার

পাক্ষিক আহমদী

৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা।

তাহরীকে জদীদ—এক স্বর্গীয় অবদান

(হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর পবিত্রবাণীর আলোকে)

জামাত আহ্‌মদীয়ার মহান দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) আল্লাহ্-তায়লার এলহামে জামাতে আহ্‌মদীয়ার মধ্যে এক নব জাগরণ সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও উহার প্রতিশ্রুত প্রাধান্য বিস্তারকে কার্যকরী রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ইং সনে যে মহান কল্যাণময় তাহরীকের ভিত্তি স্থাপন এবং পরিচালনা করিয়া ছিলেন তাহারই নাম তাহরীকে-জদীদ, যাহার অধীনে জামাত আহ্‌মদীয়ার জানী ও মালী কুরবাণীর ফলে আজ বিশ্বব্যাপী প্রায় ষাটটি দেশে বিশেষতঃ তৃত্ববাদের কেন্দ্রসমূহে অশংখ্য ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র ও মসজিদ স্থাপিত হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর এবং শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আফ্রিকার দেশগুলিতে বহু স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম মত পরিত্যাগ করিয়া ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষা ও তরবিয়তের গুরুত্বপূর্ণ কাজও সাধিত হইয়া চলিয়াছে।

তেমনিভাবে এই এলাহী তাহরীকের ফলে জামাতে আহ্‌মদীয়ার অসংখ্য লোক স্বচ্ছল ও বিত্তশালী হওয়া সত্বেও ইসলামী শিক্ষানুযায়ী সাহাবাদের নমুনায় সরল জীবন যাপন করিয়া এবং সিনেমা ও ধুমপান, ইত্যাদি মানব-চরিত্রে কুপ্রভাব বিস্তারকারী কুঅভ্যাস ও ক্ষতিকর চাল-চলন হইতে বিরত থাকিয়া প্রকৃত ইসলামী আদর্শ ও কৃষ্টি সংস্থাপন এবং ইসলাম প্রচারার্থে আর্থিক কুরবানীর মানোন্নয়নে কর্মতৎপর রহিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহরীকে জদীদ উহার অগণীত সুফল ও কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালার এক মহাদান, বস্তুতঃ স্বর্গীয় নেয়ামত।

এই মোবারক তাহরীক অনুযায়ী জামাতের প্রত্যেকে জানী ও মালী কুরবানীর জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। প্রতি বৎসর নভম্বের মাস হইতে ইহার নতুন বৎসর শুরু হইয়া থাকে। অক্টোবর মাসে চলতি বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই তাহরীকে জদীদের চাঁদা পরিশোধ করিয়া আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহ ও মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করান যাইতেছে। এ প্রসঙ্গে এই কল্যাণময় তাহরীকের প্রবর্তক হযরত মসলেহ মওউদ (রাজিঃ)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঈমান উদ্দীপক পবিত্রবাণী নিম্নে দেওয়া হইল। হযরত মোসলেহ মওউদ খলিফতুল মসীহ সানী (রাজীঃ) বলেন :

উদ্দেশ্য ঃ

"তাহরীকে জদীদ এজন্য জারী করা হইয়াছে,, যাহাতে ইহার দ্বারা আমাদের হাতে এরূপ ফাণ্ড সংগৃহীত হয় যদ্বারা খোদাতায়ালার পবিত্র নাম দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত

সহজে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। তাহরীকে-জদীদ এজন্য জারী করা হইয়াছে, যাহাতে কিছু সংখ্যক এরূপ লোক সংগৃহীত হয় যাহারা নিজেদেরকে খোদাতায়ালার দ্বীনের প্রচারের কাজে ওকফ করিয়া আজীবন উহাতে আত্মনিয়োগ করেন। তাহরীকে জদীদ এজন্য জারী করা হইয়াছে, যাহাতে কর্মঠ ও কর্মদোম জামাত সমূহের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক হিসাবে দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও অধ্যাবসায় আমাদের জামাতের মধ্যে সৃষ্টি হয়।"

"তাহরীকে জদীদ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পুনরুজ্জীবনেরই নামান্তর। জদীদ বা নতুন উহা শুধু এই অর্থে যে, দুনিয়া উহা বিস্মৃত ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যথায়, এই তাহরীক প্রকৃতপক্ষে কদীম বা প্রাচীনই বটে।" (খুৎবাতে জুমা)

মালী কুরবানী :

"যাহারা ইহাতে (তাহরীকে জদীদ) অংশগ্রহণ করিবে, তাহারা সেই তবলীগে-দ্বীনের দ্বারা যাহা তাহাদের অর্থের দ্বারা হইতে থাকিবে, তাহাদের মৃত্যুর পরও হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত সওয়াব হাসিল করিতে থাকিবে।"

"সুতরাং মোবারক সেই সকল লোক, যাহারা এই তাহরীকে বেশীরও বেশী অংশ গ্রহণ করেন। কেননা তাহাদের নাম ভক্তি ও সম্মানের সহিত ইসলামের ইতিহাসে সর্বদা সংরক্ষিত ও জিন্দা থাকিবে, এবং খোদাতায়ালার দরবারে এই সকল লোক সবিশেষ ইজ্জতের মোকাম লাভ করিবেন। কেননা তাহারা নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া দ্বীনের মজবুতীর জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। খোদাতায়ালা নিজে তাহাদের সন্তান-সন্ততির প্রতিপালক ও অভিভাবক হইবেন, এবং স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাদের বক্ষ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে এবং জগতকে আলোকোজ্জ্বল করিবে।

"খোদাতায়ালা আমাদিগকে তাঁহার নৈকট্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাহরীকে-জদীদের দ্বারা এক আজীমুশ্-শান মওকা, এক অনন্যসাধারণ সুযোগ দান করিয়াছেন। ইহা বিফলে যাইতে দিও না। আগে বাড় এবং খোদাতায়ালার সেই সকল নির্ভীক সেনানীদের ন্যায় যাহারা জান ও মালের কোনই পরওয়া করে না, নিজেদের সব কিছু খোদার পথে কোরবাণ করিয়া দাও, এবং বিশ্ববাসীকে এই দৃশ্য দেখাইয়া দাও যে দুনিয়াতে পার্থিব সাফল্য ও সম্মান লাভের জন্য কুরবাণী ও ত্যাগ স্বীকারকারী লোক পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবলমাত্র খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে কুরবাণী ও ত্যাগ স্বীকারকারী জামাত আজ দুনিয়ার বুকে আহমদীয়া জামাত ছাড়া আর কোন জামাত নাই।"

"এখন আমি এই (তাহরীকে জদীদের) চাঁদাকে লাজেমী (বাধ্যকর) করিলাম। জামাতের প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্তব্য, ইহাতে অংশগ্রহণ করা।"

"তোমরা যে ব্যক্তির হাতে হাত রাখিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, তোমরা

তোমাদের জান ও মাল, সম্মান ও সম্ভ্রম সবকিছুই তাঁহার উদ্দেশ্যে কোরবান করিবে। তিনি তোমাদের নিকট কুরবাণীর আহ্বান জানাইয়াছেন এবং তোমাদের মাল তোমাদের নিকট হইতে চাহিতেছেন। তোমাদের কর্তব্য তোমরা যেন অগ্রসর হও এবং নিজেদের কর্তব্য পালন কর।"

"নেক কাজে যত দ্বরিৎ অংশ গ্রহণ করা যায় ততই সওয়াব অধিক হইয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে, যাহারা মনে করেন যে, বৎসরের শেষভাগে তাহারা চাঁদা পরিশোধ করিয়া দিবেন, অনেক সময় তাঁহারা চাঁদা পরিশোধে অক্ষম থাকেন। একটি দিনের সওয়াবও সাধারণ ব্যাপার নহে যাহা হেলায় ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। যাহারা চাকুরীতে এক দিন পূর্ব যোগদান করিয়া থাকেন তাহারা আজীবন সিনিয়ার হিসাবে গণ্য হন। তেমনিভাবে ইহাও বুঝিয়া লও যে, খোদাতায়ালার পুরস্কার তাহারাই প্রথমে লাভ করিবে যাহারা প্রথমে নেকীতে শামিল হইবে।"

সরল জীবন যাপন:

"এই জামানায় মালী কুরবাণীর অনেক প্রয়োজন। সেইজন্য সকল পুরুষ ও মহিলা সরল জীবন যাপন করুন এবং খরচ-পত্র কমাইয়া দিন, যাহাতে কুরবাণীর জন্য যখনই খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে ডাক আসে তখন সদা যেন তাঁহারা প্রস্তুত থাকিতে পারেন। কুরবাণীর জন্য শুধু নিয়তের দ্বারাই ফায়দা হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উপকরণ সংগৃহীত থাকে।..... সুতরাং যদি উপকরণ সংগৃহীত না থাকে তাহা হইলে আমরা আকাঙ্খিত কুরবাণী কোন অবস্থাতেই পেশ করিতে সক্ষম হইব না। সুতরাং ইহ জরুরী যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেন সরল জীবন যাপন করে যাহাতে সময় আসিলে সে নিজেকে আল্লাহতায়ালার সমীপে পেশ করিতে পারে। এবং যদি উহার মওকাই না আসে তাহা হইলেও খোদাতালার নিকট যেন তোমরা বলিতে পার যে, তোমরা যাহা কিছু জমা করিয়াছিলে যদও তাহা তোমাদের সন্তানগণ পাইয়াছে, তথাপি তোমরা উহা জমা করিয়াছিলে দ্বীনের উদ্দেশ্যে কুরবাণী করার নিয়তে।"

"সরল জীবন যাপনের তাহরীক কোন সাধারণ বিষয় নয় বরং প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তির বুনিয়াদ ইহারই উপর নির্ভরশীল"

"আমি জামাতকে সরল জীবন যাপনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছি...কেননা ইহা ব্যতিরকে জামাতের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রকৃত ও যথার্থ রুহ কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি তোমরা মনে কর যে, ইহা ব্যতীতই তোমরা রুহানীয়তের মোকাম (উচ্চমার্গ) লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা হইলে উহা নিজেকে ধোকা দেওয়ারই সামান্তর হইবে। আমি ইহা বলিনা, যে ব্যক্তি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে না সে আহমদী নয়, কিন্তু আমি নিশ্চয় ইহা বলিব যে, সে "আলা শাফা হুফরাতিম মিনাননার" "অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় দণ্ডায়মান' রহিয়াছে। যথাসম্ভব তাহার ঈমান নষ্ট হইতে পারে...এতদ্ব্যতীত, সরল জীবন যাপন না করার ফলে সেই ভ্রাতৃত্বও সৃষ্টি হইতে পারে না যদ্বারা রুহানী সেলসেলা উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ধনী ও গরীবের মধ্যকার পার্থক্যও বিদূরীত হইতে পারিবে না।"

"আজ ইসলামের জন্য কুরবানী ও আত্মত্যাগের যুগ—এরূপ এক যুগ যখন ইসলামের জন্য কুরবানীর উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা-আকাঙ্খা, বাসনা-কামনাকেও যথাসম্ভব বিসর্জন দিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং যাহাদের অন্তরে মহব্বত আছে, ইসলামের খেদমতের স্পৃহা আছে তাহাদের উচিত তাহারা যেন সরল জীবন যাপন করেন এবং জীবনকে এরূপে গঠন করেন যাহাতে ইসলামের অধিকতর খেদমত করার উপযুক্ত হইতে পারেন এবং জগতে প্রকৃত সাম্য স্থাপন করিতে সক্ষম হন। ইহা ব্যতিরেকে জগতে কোনও শান্তি স্থাপিত হইতে পারেনা।"

(জুমার খোৎবা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ইং)

মাত্র এক তরকারী :

"প্রত্যেক আহমদী প্রতীজ্ঞা করিবে যে, সে আজ হইতে খাওয়াতে মাত্র এক তরকারী ব্যবহার করিবে।" জুমার খোৎবা, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৭ইং)

পোষাকের সরলতা :

সরল পোষাক পরিধান একটি অতীব জরুরী বিষয়। আমি দেখিয়াছি যে সরল পোষাক না পড়ার ফলশ্রুতিতেই ধনী ও গরীবের মধ্যে স্পষ্ট বৈষম্য বিরাজ করিতেছে। ... সুতরাং ইহা কোন সাময়িক নির্দেশ নয় বরং স্থায়ী হেদায়েত। কেননা ইহা দ্বারা মানব জাতির মধ্যকার বৈষম্য তিরহিত হয়।" (জুমার খোৎবা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ইং)

"শহরবাসীগণ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে অনেক প্রকারের ভুল করিয়া থাকেন। যদি ভুল নাও হয়, তবে প্রয়োজনের বেশী পোষাক ক্রয়ের উপর তাহারা ব্যয় করিয়া থাকেন। অথচ পোষাকের উদ্দেশ্য, যেন উলঙ্গতা না হয় এবং সৌন্দর্য্যও থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ পোষাকের অর্থ সৌন্দর্য্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া ফখর ও ফ্যাশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অনেকে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে পোষাক বানান।" (জুমার খোৎবা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ইং)

অলঙ্কার :

"অলঙ্কার তৈরী করানোর ব্যাপারে যত সাবধান ও সংযত থাকা যায় ততই উহা শুধু ধনী ও দরীদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দুরীকরণের জন্যই নয়, শুধু ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলার উদ্দেশ্যেই নয়, বরং নিজেদের দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি বিধানের জন্যও অত্যাবশ্যকীয়।"

(জুমার খোৎবা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ইং)

একবার হুজুর (রাঃ) পুরান অলঙ্কার ঢালাইয়া নতুন অলঙ্কার তৈরী করানোর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

বিবাহ-শাদী :

এই প্রসঙ্গেও হুজুর (রাঃ) আড়ম্বর ও অসঙ্গত অপব্যয় এবং সামাজিক কদাচার (রসম ও রেওয়াজ) পালন হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি এপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"বিবাহ-শাদী এবং অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানেও খরচ-পত্রের সংশোধন হইতে পারে।"

(জুমার খোৎবা, ২২শে নভেম্বর ১৯৩৭ইং)

রুখসাতানা (বৌ ভাত) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ঃ

"রুখসাতানা (কন্যা বিদায়)-এর সময় কন্যাপক্ষের তরফ হইতে যে খানাপিনার (বৌ ভাত) ব্যবস্থা করা হয়, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হউক। কেননা এই প্রকার নেমন্তন্ন প্রথা দরীদ্রের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়।"

"এই নিষেধাজ্ঞা সেই নেমন্তনের উপর প্রয়োগ হইবে না, যাহা বাহির হইতে আগত বরাতীগণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। কেননা তাহারা তো মেহমান। কিন্তু স্থানীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন দেওয়া আপাততঃ সম্পূর্ণ পরিহার করা হউক।" (আল ফজল, ২৯শে মে, ১৯৪৭ইং)

গৃহ-সাজ :

"সপ্তম বিষয় গৃহের সাজ-সজ্জা। এ সম্পর্কে সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে এই ক্ষেত্রেও আপনাপনি পরিবর্তন সাধিত হইবে। খাদ্য এবং পরিচ্ছদ যখন সরল হইবে তখন গৃহ-সাজও মানুষ নিজেরাই কমাইতে আরম্ভ করিবে। সাজ-সজ্জার উপর অনর্থক টাকা পয়সা নষ্ট করিবেন না।" (জুমার খোৎবা, ২রা নভেম্বর, ১৯৩৭ইং)

সিনেমা সার্কাস ও থিয়েটার ইত্যাদি :

"আমি সমগ্র জামাতকে হুকুম প্রদান করিতেছি যে, কোন আহমদী কোনও সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার ইত্যাদি মোট কথা কোন প্রকারের বাজে তামশায় কখনও গমন করিবেন না এবং সম্পূর্ণরূপে এই সবকিছু হইতে বিরত থাকিবেন। প্রত্যেক মুখলেস নিষ্ঠাবান আহমদী, যে আমার নিকট বয়েত গ্রহণের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে তাহার জন্য সিনেমা বা অন্য কোনও তামশা ইত্যাদি দেখা অথবা অপরকে দেখানো নাজায়েয (অবৈধ)। .... শুধু সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ সরকারী অনুষ্ঠানে এই-রূপ তামাশায় তাহাদের বাধ্যগতভাবে যাইতে হয়। কিন্তু যদি উহাতে যাওয়া বাধ্যকর না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের অহেতুক অন্যান্যদিগকে আঙ্গুলী নির্দেশ বা আপত্তির সুযোগ না দেওয়াই উচিত। ..... সিনেমা সম্পর্কে আমার অভিমত এই যে, ইহা অনিষ্টকর। বর্তমান কালের ফিলিমগুলি দেখা দেশের এবং চরিত্রের পক্ষে ধ্বংসাত্মক।"

(জুমার খোৎবা, ১৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪ ইং আল-ফজল, জিলদ ২৬—সংখ্যা ৬৬)

তাহরীকে-জদীদের ঐতিহাসিক ঘোষণা জান (জীবন উৎসর্গ), মাল, সময় এবং ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় বাসনা-কামনা ও নাফসের কুরবানী সম্পর্কিত ১৯টি মুতালবা বা দফায় করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটিই উপরে সংক্ষেপে স্বয়ং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র কথায় পেশ করা হইয়াছে। ১৯ দফার সর্বশেষটি হইল দোওয়া—যাহা প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রধান, এবং প্রত্যেকেই ইহাতে পূর্ণ ও যথাযথ আত্ম-নিয়োগের মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের এই আসমানী পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। পরিশেষে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তেজদীপ্ত অমর বাণীর উপর প্রবন্ধটি শেষ করা গেল :

"সুতরাং হে বন্ধুগণ! মৃত্যুর পূর্বেই, সময় হাতে থাকিতে এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করুন। কেননা এই উম্মতের উপর এই দিন আর আসিবে না।.....তাহরীকে-জদীদে এখলাস ও নিষ্ঠার সহিত অংশগ্রহণকারীদিগকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার বিশেষ নৈকট্যের মর্যাদা দান করিবেন।"

আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রত্যেককেই ইসলামের পুনরুত্থানের এই মুবারক যুগে আল্লাহ-তায়ালার দরবারে গ্রহণযোগ্য উপায়ে কর্তব্যকর্ম পালনের তওফিক দিন। আমিন

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

খেলাফতে রাশেদায় মতভেদের প্রধান ৪টি কারণ

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর পুস্তক "ইসলাম মে এখতেলাফাত কা আগাজ" অবলম্বনে)

প্রথম কারণ ঃ শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার মুখলেস বান্দাদের ব্যতিরেকে সাধারণতঃ মানুষের মন পার্থিব জীবনের মান-মর্যাদা ও অর্থ হাসিল করিবার জন্য আগ্রহী থাকে বলিয়া দেখা যায়।

সাহাবা (রাঃ)-দের মান-মর্যাদা, উন্নতি ও শাসন ব্যবস্থা দেখিয়া নব মুসলিমদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর প্রতাপশালী লোকেরা যাহারা ঈমানে কামেল ছিল না সাহাবা (রাঃ)-দেরকে হিংসা করিতে লাগিল। ইহারা মনে করিতে লাগিল যে, 'এই বুজুর্গ সাহাবাদের এখন উচিত তাঁহারা রাষ্ট্রের শাসনভার আমাদেরকে দিয়া অন্যদেরকেও কিছু বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিবার সুযোগ দেন।' রাষ্ট্রশাসনভার সহাবা (রাঃ)-দেরহাতে ছিল বলিয়া তাহারা মোটেই পছন্দ করিত না—অন্যদিকে অর্থ তহবিল হইতেও তাঁহারা বিশেষ অংশ পাইতেন। তাই তাহারা ভিতরে ভিতরে জ্বলত এবং এমন একটি পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমান ছিল যাহাতে শাসন ক্ষমতা ওলট-পালট হইয়া তাহাদের হাতে চলিয়া আসে এবং তাহারাও নিজেদের দক্ষতা দেখাইয়া দিতে পারে। পার্থিব শাসনে এইরূপ চিন্তাধারা হয়ত অনেকটা শাসকের দৃষ্টিতে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়-সংগতও বলা যাইতে পারে। কারণ পার্থিব শাসনের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক উপায়ের উপরে হইয়া থাকে যাহা জাতির উন্নতি এবং প্রগতির জন্য অপরিহার্য্য। বাহ্যিক উন্নতির উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম উপায় হইল রাষ্ট্রশাসনের নীতির মধ্যে নিত্য নতুন চিন্তাধারা এবং স্পৃহা অনুপ্রেরণ করা এবং ইহা তখনই সম্ভব যখন পূর্ববর্তীরা শাসনক্ষমতার ভার নিজেই ছাড়িয়া দিয়া পরবর্তীদেরকেও দেশ সেবার সুযোগ দেন। সুতরাং তাহাদের মতভেদের এই হইল প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মতভেদের দ্বিতীয় কারণ হইল : যেহেতু পার্থিব সরকারকে peoples' Representative জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইয়া থাকে, তাই এরূপ গঠিত সরকারকে জনসাধারণের মতামতকে সম্মান করাই অত্যাবশ্যক এবং এমন সকল রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় শুধু তাহারাই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন যাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দ্বীনী সিলসিলাতে ব্যাপারটি ঠিক ইহার বিপরিত। সেখানে কিন্তু, এক স্থিরও নির্দিষ্ট আইনকে যথাযথভাবে মানিয়া চলা সকল নীতির চাইতে উত্তম নীতি, এবং নিজের ব্যক্তিগত মতামতের প্রয়োগ এমন সকল বিষয় ব্যতীত, যাহার সম্পর্কে ইসলামী শরিয়ত নীরব রহিয়াছে হস্তক্ষেপ করা নিসিদ্ধ

করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দ্বীনি সিলসিলাকে শাসন অধিকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে নয়—বরঞ্চ খোদাতায়ালার তরফ হইতে দেওয়া হয়। সুতরাং উহার প্রশাসনের কার্যভার যাহাদের হাতে হস্তান্তর করা হয় তাহাদের অবশ্য ইহাই কর্তব্য যে, দ্বীনের ব্যাপারে তাহারা যেন সেই নির্দিষ্ট পথ যাহা খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাহাদের জন্য সেই যুগের লোকের জন্য অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে এদিক-সেদিক না যাইয়া অনুগামীরা কি চাহেন বা বলেন উহাদের মতামতের প্রতিনিধিত্ব না করিয়া তাহাদেরকে সেই ছাঁচে ঢালা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য।

তৃতীয় কারণঃ ইসলামের নুরানী কিরণের প্রভাবে বিপুল সংখ্যক লোক নিজের জীবনে এক বিরাট রূহানী পরিবর্তন আনিয়াছিল। কিন্তু এই পরিবর্তন সেই অভাবকে মিটাইতে পারে নাই যাহা সর্বদা পার্থিব ও দ্বীনি শিক্ষা লাভের জন্য মানুষকে কোন শিক্ষকের মোহতাজ হইতে বাধ্য করে। রসুল করিম (সাঃ)এর জীবনকালে যখন বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল তখনও ইহারই আশংকা ছিল। কিন্তু তাঁহার সাথে আল্লাহতায়ালার বিশেষ ওয়াদা ছিল যে, ইসলামের ঐ উন্নতির সময় মুসলমানদেরকে রূহানী অবনতি হইতে রক্ষা করা হইবে—এবং ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ)এর ইন্তেকালের পরে পারস্য, শ্যামদেশ এবং মিশর বিজয়ের পরে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের (তবলিগী) সংশ্রবে ইসলাম যে বিরাট রূহানী বিজয় অর্জন করিল সেই বিজয়ই তাহার রাজনৈকিক ব্যবস্থার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কোটি কোটি লোক ইসলাম গ্রহণ করিল এবং উহার অতুলনীয় মহান শিক্ষায় অভিভূত হইয়া এমন মুগ্ধ হইল যে তাহারা তাহাদের নবজাগরণের উত্তেজনায় নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করিত না। কিন্তু নবমুসলানদের সংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গেল যে তাহাদের তালিম ও তরবিয়তের তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা হইল না যাহা সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। আসলে, যাহা স্বাভাবিক এবং মানুষের স্বভাব চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, নব মুসলমানদের যশ ও উল্লাসকে দেখিয়া তাহাদের তালিম ও তরবিয়তের প্রয়োজনই বোধ করা হয় নাই। তাই তাহারা যাহা অন্যান্য মুসলমানদেরকে করিতে দেখিত, তাহাই করিত এবং শরীয়তের আদেশাবলী খুশীমনে পালন করিত। কিন্তু ক্রমে তাহাদের নতুন জোশ কমিয়া যাওয়াতে যাহারা রূহানী তরবিয়ত পাওয়ার সুযোগ পায় নাই তাহাদের পক্ষে হুকুম আহ্কাম পালন করা একটি বোঝা স্বরূপ মনে হইতে লাগিল এবং নুতন উত্তেজনা ঠাণ্ডা হইতেই তাহাদের পুরাতন বদ অভ্যাসগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রসুল করিম (সাঃ)-এর জীবনকালে এই অবস্থা ছিল যে কোন ব্যক্তি দ্বারা কোনও জঘন্য অপরাধ ঘটিলে সে রসুল করিম (সাঃ)-এর নিকট আসিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিত ইহা সত্বেও যে, তিনি তাহাকে বলিতেন, "আল্লাহতায়ালা যখন কাহারো সাস্তারি করিতে চাহেন তখন সে কেন তাহার নিজের অপরাধকে মশহুর করিয়া বিপদকে টানিয়া আনিতে চায়।" কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করিতে ভয় পায় নাই—আর এক সময় এমন আসিল যে শরিয়তের সীমাকে প্রতিষ্ঠা

করিবার জন্য অপরাধীকে ছোট খাট শাস্তি দেওয়া হইলে তাহারা সেটাকে পছন্দ করিত না এবং নারাজ হইত। তাহাদের অন্তরে ইসলাম প্রবেশ না হওয়ার দরুন শরিয়তকে ভংগ করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না এবং শরীয়তের শাসনকে প্রযোগ করিলে তাহারা নারাজ হইত এবং খলিফাদের প্রতিও তাঁহাদের শাসনের উপরে আপত্তি করিত। তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেদের মনে হিংসা রাখিত এবং সেই প্রশাসন ব্যবস্থাকে গোড়া হইতে উৎখাত করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য তাহারা করিকল্পনা করিত।

চতুর্থ কারণ : ইসলামের দ্রুত উন্নতি এমন অসাধারণভাবে হইয়াছিল যাহা শত্রুরা প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মক্কাবাসীরা নিজেদের শক্তির গৌরবে মগ্ন ছিল—মক্কা-বিজয় ত হইয়াই গিয়াছে এবং ইসলাম সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইসলামের উন্নতি ও শক্তির দ্রুতগতিকে কায়সার ও কিসরা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত। তাহারা অবাক ছিল যে মাত্র কয়েক বৎসরে ইসলামের পতাকা দুনিয়ার কোনায় কোনায় উড়িতেছে। ইহা ইসলামের এমন একট বিজয় ছিল যাহা শত্রুদেরকে হতবাক করিয়াছিল। সাহাবা (রাঃ) এবং তাঁহাদের পবিত্র সংশর্গ প্রাপ্ত মোমেনগণ অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিলেন এবং শত্রুরা নিরাশ হইয়া মক্কা ফেরত পাইবার আশা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বিজয়ের কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পরে যখন তাহাদের হতাশা কমিয়া গেল এবং সাহাবা (রাঃ)-এর সংগে মিলামিশা করিতে তাহারা আগের তম আর ভয় পাইত না, তখন তাহাদের আর একবার ইসলামের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করিবার প্রয়াস জন্ম নিল। কিন্তু ইসলামের পবিত্র তালিমের মোকাবেলা তাহারা দলিল দ্বারা করিতে সক্ষম ছিল না, অন্যদিকে তাহাদের রাজ্য মিটিয়া চুমার হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের একমাত্র অস্ত্র অর্থাৎ অত্যাচার ও জুলুমের অস্ত্রও ভাংগিয়া গিয়াছিল। এখন একমাত্র উপায় বাকি ছিল তাহাদের হাতে অর্থাৎ বন্ধুর রূপ ধরিয়া শত্রুর কাজ করা এবং মতৈক্য হইয়া মতবিরোধের অবস্থা সৃষ্টি করা। সুতরাং কতিপয় নিষ্ঠুর লোকেরা যাহারা ইসলামের নুরকে দেখিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং আসলে ইসলামকে বাহ্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমান হইয়াও ইসলামকে ধ্বংস কবিবার নিয়ত করিল। যেহেতু ইসলামের উন্নতি খেলাফতের সংগে জড়িত ছিল, তাই তাহারা প্রস্তাব করিল যে খেলাফতকে ভাংগিয়া দেওয়া হউক। এইরূপে ইসলামী একতার সেই বন্ধনকে তাহারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে চাহিল যাহার শক্তিতে সমগ্র মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল, যাহাতে মুসলমান একতার বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় এবং প্রহরির অনুপস্থিতিতে ফায়দা হাসিল করিয়া বাতিল মযহাব পুনরায় কায়েম হইতে পারে।

আমার দৃষ্টিতে খেলাফতে রাশেদার বিরুদ্ধে বিরাট ফিতনার ইহাই চারিটি প্রধান কারণ ছিল যাহা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় মিল্লাতে ইসলামিয়ার ভিত্তিকে শিকড় হইতে নাড়া দিয়াছিল।

অনুবাদ : মাজহারুল হক

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : *হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩৪)

নবী-রসুল সম্পর্কিত ভ্রান্তধারণার অপনোদন ঃ

সকল আম্বিয়া (আঃ)-এর উপর ঈমান আনা হলো ইসলামী বিশ্বাসের চতুর্থস্তম্ভ। মুসলিম জন-সমাজে এবং মুসলিম সাহিত্যে এই বিষয়ে বিভিন্ন অদ্ভুত বিষয় অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। নবী-রসুল তো দূরের কথা, সাধারণ ভাল লোকদের সম্বন্ধেও এরূপ ঘটনা আরোপ করতে বিবেকে বাধবে। হযরত আদম এবং নূহ (আঃ) হতে শুরু করে প্রত্যেক নবীর সম্বন্ধেই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলা হয়ে থাকে। বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ) নাকি তাঁর অবাধ্য সন্তানের জন্য দোওয়া করেছিলেন—যদিও পূর্বাহ্নে তাঁকে এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তিন বার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মরণাপন্ন পিতাকে ধোকা দিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজ বড়ো ভাইয়ের ছদ্মবেশে পিতার দোওয়া লাভ করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি মিশরীয় মনিবের স্ত্রীর সঙ্গে বাহ্যিকভাবে না হলেও কাল্পনিকভাবে ব্যাভিচার করেছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করে তার জিনিষ-পত্র নিয়ে পালিয়েছিলেন। হযরত দায়ূদ (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তির স্ত্রীকে লাভ করার জন্য তাকে হত্যা করেছিলেন এবং এই অপকর্মের জন্য আল্লাহতা'লা কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান (আঃ) নাকি একটি কাফের স্ত্রীলোকের প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহতা'লার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যকর্ম ভুলে গিয়ে শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—এমনকি দোওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন।

সর্বাধিক এবং জঘন্যতম দোষারূপ করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে। যেমন বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের ভয়ে তিনি তা বলতে সাহস পাননি। আরো বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর ফুফাত বোন হযরত যয়নাব (রাঃ)-কে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্তা'লা তাঁর সংগে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যায়েদ কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের পর। কেউ কেউ বলেছে যে, কোন একটি দাসীর সঙ্গে তাঁর গোপন সম্পর্ক ছিল—যে দাসীটি তাঁর কোন স্ত্রীর সংগে থাকতো। এই সকল জঘন্য বিষয় এমন সব তফসীর এবং ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে বিবৃত হয়েছে যেগুলির প্রতি মুসলমানদের যথেষ্ট সম্মানবোধ রয়েছে। তার ফলে অমুসলিম লেখকগণ এই বিষয়গুলিকেই ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে আসছে।

তথাকথিত আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকেই আরো এক প্রকার ধ্যাণ ধারণার প্রচার করে থাকে—যেগুলো সমভাবেই মারাত্মক। তাদের মতে নবী-রসুলদের সম্মান করা উচিত তাঁদের আন্তরিক সৎ উদ্দেশ্যের জন্যে। তারা বলে যে নবী-রসুলদের প্রচারিত কতকগুলো বিশ্বাস যেমন পরকালের উপর বিশ্বাস, কেয়ামত দোযখ, বেহেস্ত ইত্যাদি বিষয় মূলতঃ অজ্ঞ বিশ্বাসীদেক সোজা-সরল পথে রাখার বাহ্যিক কৌশল মাত্র। মূলতঃ এই সকল বিশ্বাসকে সত্য বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বলে তারা মনে করে থাকে। তাদের কথা হলো—সাধারণ লোকদেক রহস্যজনক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা সভ্য-ভব্য হয়ে সামাজিক সভ্যতার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে দ্বিধা না করে। তারা আরো বলে যে, আল্লাহতা'লার সঙ্গে অহী-ইলহামের মাধ্যমে কথা-বার্তা হওয়ার বিষয়টি মূলতঃ ভিত্তিহীন যদিও সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অহী ইলহামের আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের ধারণা মতে নবী-রসুলদের উদ্দেশ্য খুবই মহান ছিল এবং সে কারণেই তারা সম্মানার্হ।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বজ্রদৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এবং সারা জীবনব্যাপী এই শিক্ষা দিলেন যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রকৃত ইসলামী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তিনি বল্লেন যে, মানুষকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্যই নবী-রসুলগণ প্রেরিত হয়েছেন—এবং তারা প্রত্যেকেই সৎ উপদেশ এবং নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই প্রচার কার্য সম্পাদন করেছেন। তাই হযরত আদম (আঃ) যেমন কোন প্রকার গর্হিত কাজ করেন নাই, তেমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কখনই মিথ্যা বলেন নাই। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন প্রকার মন্দ কাজ করেন নাই বা করার সংকল্প করেন নাই, হযরত মুসা (আঃ) নিরর্থক কাউকে হত্যা করেন নাই, হযরত দাউদ (আঃ) কারো স্ত্রীকে প্রলোভিত করেন নাই অথবা হযরত সুলায়মান (আঃ কোন মেয়েলোকের আসক্তিতে অযথা অন্য কোন কারণে আল্লাহতা'লার কাছে প্রার্থনা করতে ভুলে যান নাই।

তেমনিভাবে হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করলেন যে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন—তিনি কোন পাপ করেন নাই। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল ও পবিত্র, তিনি ছিলেন মাসুম—ছোট-বড় সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যে সকল অবমাননাকর ঘটনা তাঁর প্রতি আরোপিত হয়েছে সেগুলো কপটতাপূর্ণ লোকদের কষ্টকল্পিত আবিষ্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সন্দেহাতীত চারিত্রিক বিশুদ্ধতা যা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, চিন্তায় ও কাজ-কর্মে পরিস্ফুটিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহতীত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ছিদ্রান্বেষীদের কতকগুলো সামঞ্জস্যহীন ঘটনা বিন্যাসের অপচেষ্টা নিছক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় বলেই প্রতিভাত

হতে বাধ্য। এর পরও কতকগুলো অভিযোগ এখন পর্যন্ত টিকে থাকার মূলে রয়েছে কিছু কিছু মোনাফেক ব্যক্তি যারা সহজে সরল বিশ্ববাসীদের মধ্যে বাস করতো এবং ভিতরে ভিতরে সন্দেহজনক ঘটনার ধুম্রজাল সৃষ্টি করতো। কালক্রমে এই সকল দোষারূপ প্রক্রিয়া খৃষ্টধর্মের প্রভাবে আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে। খৃষ্টীয় সাহিত্য এবং প্রচার পদ্ধতিতে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সর্বদায় এটাই ছিল যে নবী-রসুলদের দোষ ত্রুটি যেখানে যেভাবেই পাওয়া যাক সেগুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য এই বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এসেছে খৃষ্টিয় পণ্ডিতগণ। তাদের মত অনুসারে যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের মানবদেহী অবতার সপ্রমাণ করতে হলে যীশুকে নিষ্পাপ সাব্যস্ত করতেই হবে এবং অন্যদিকে (অন্যান্য নবীদেরকে) কোন না কোনভাবে দোষ যুক্ত প্রমাণিত করতে হবে। সেইজন্য মুসলিম সাহিত্য, বই-পুস্তকে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে প্রায় সকল নবী-রসুল এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে নানা প্রকার বিভ্রান্তিযুক্ত বিষয় প্রচলিত ধ্যান ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—কিন্তু যীশুখৃষ্ট অথবা তাঁর মাতা মরীয়ম সম্বন্ধে কোন দোষারোপের উল্লেখ করা হয় নাই। যীশু এবং তাঁর মাতাকে নিষ্কলুষতার পরম উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিভাবে এই সকল বিষয় মুসলিম সাহিত্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে তার অনেক কারণ থাকতে পারে। খৃষ্টানদের সঙ্গে সার্বক্ষনিক আদান-প্রদান এবং উঠা বসার কারণেও হতে পারে, আত্মগোপনকারী শত্রুদের বা মোনাফেকদের দ্বারা সম্প্রচারিত মিথ্যা গল্প-গুজবের মাধ্যমেও হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই সকল ঘটনা মিথ্যা গল্প-কাহিনী হিসেবেই বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে সত্য ও মিথ্যার মধ্যস্থিত আবরণ লোক চক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

হযরত মীর্যা সাহেব সকল দোষত্রুটি যুক্ত খাদ থেকে প্রকৃত স্বর্ণখণ্ডকে পৃথক করলেন। আজ তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাত কতৃক পৃথিবীর সকল নবীর —বিশেষতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার মহান শিক্ষা সম্প্রচারিত হচ্ছে—আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তক এবং প্রচারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। নবী-রসুলদের নিষ্কলুষতা এবং ত্রুটিহীনতার সমুজ্জল ধ্যান-ধারনার প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা পবিত্র কুরআনেরই কেন্দ্রীভূত বিষয়। তাই নবী-রসুলদের পবিত্রতা সম্বন্ধে মূল যুক্তি-প্রমাণ পবিত্র কুরআনেই নিহিত রয়েছে। অতীতে এই বিষয়টির প্রতি অবহেলা বা বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যার ফলেই নবী-রসুলদের সম্বন্ধে নানা প্রকার দুর্ভাগ্যজনক ধ্যান-ধারনার সৃষ্টি হইয়াছিল। হযরত মীর্যা সাহেব অত্যন্ত শক্তিশালী হস্তে এই সকল অপবাদের খণ্ডন করেন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে।

(ক্রমশঃ)

(দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা

১। **কুরআন ক্লাশ ঃ** সুরা বাকারা—আয়াত : ১৬

اللہ یستھزء بھم و یمدھم فی طغیانھم یعمھون ○

(আল্লাহু ইয়াসতাহজিও বিহিম ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফি তুগাইয়ানিহিম ইয়ামাহুন)

অনুবাদ—আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন, তাহারা অন্ধের মত ইতস্তত: বিচরণ করিতে থাকিবে।

শব্দার্থ :—ইয়াসতাহ্জিয়ু—বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন ; বিহিম—তাহাদিগকে ; ওয়া—এবং ; ইয়ামুদ্দু—তিনি ছাড়িয়া দিবেন ; হুম—তাহাদিগকে ; ফি—মধ্যে ; তুগাইয়ান—বিভ্রান্তি ; হিম—তাহাদিগের ; ইয়ামহুনা—তাহারা ইতস্তত: বিচরণ করিতে থাকিবে ।

২। হাদিসের ক্লাশ ঃ

عن ابی ھریرۃ ان رسول اللہ صلعم قال المراۃ کا لضلع ان اقمتھا کسرتھا
و ان استمتعت بھا استمتعت بھا و فیھا عوج

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :—

নারী হইতেছে পঞ্জর অস্থির ন্যায়। তুমি তাহকে সম্পূর্ণরূপে সোজা বানাইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, আর উহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে চাহিলে চিরদিন উপকার লাভ করিতে পারিবে—অথচ তাহার (প্রকৃতগত) ভাব-প্রবণতা তাহাতে বিদ্যমান থাকিবে (বোখারী)।

من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ فھو مسلم

(মান সালেমাল মুসলেমুনা বেইয়াদেহি ওয়া লেসানিহি ফাহুয়া মুসলেমান)

অর্থ—যাহার হাত ও জিহ্বা হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান।

৩। মজলিস বার্তা ঃ

বার্ষিক ইজতেমা ঃ—

আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে (ইনশাল্লাহ)। শুক্রবার জুমার নামাযের পর ইজতেমার উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সকল মজলিস হইতে অধিক সংখ্যায় খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদেক এই মহান শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ইজতেমার কার্যসূচীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ :—

(ক) কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, (খ) নজম প্রতিযোগিতা, (গ) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, (ঘ) ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা (লিখিত), (ঙ) প্রশ্ন—উত্তর (গ্রুপ অনুযায়ী), (চ) তরবীয়তি বক্তৃতা এবং অন্যান্য বিষয়। ইহা ছাড়াও পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দরস, বা-জামাত নামায, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাবের দরস, খেলাধুলা, ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

সাপ্তাহিক তালিমী সভা ঃ

গত ১/১০/৭৮ তারিখ রোজ রবিবার হইতে ৪নং বকশীবাজার রোডে দারুত তবলীগে নিয়মিতভাবে বাদ মাগরিব তালিমী সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখন হইতে প্রত্যেক রবিবার একই সময়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। ঢাকা, তেজগাঁও এবং নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার খোদ্দাম ভাইদের উক্ত সভায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিগত দুইটি সাপ্তাহিক সভায় "আল্লাহতা'লার আস্তিত্ব" সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতারম জনাব আহামদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব নায়েব সদর সাহেব আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উপস্থিত খাদেমগণও প্রশ্নোত্তর আলোচনায় অংশ নেন। অংশ গ্রহণকারীদের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। আশা করা যাইতেছে যে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের খোদ্দাম ভাইগণ ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিষয়ে সম্যকভাবে জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করিবেন।

অন্যান্য মজলিসেও সাপ্তাহিক তালিমী সভা করার জন্য কায়েদ সাহেবদের অনুরোধ করা যাইতেছে।

কটিয়াদী মজলিসে ইজতেমা অনুষ্ঠিত ঃ

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর কটিয়াদী মজলিসে বিশেষ শান-শওকাতের সঙ্গে সাফল্যজনক ভাবে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোতারম জনাব আমীর সাহেব উক্ত ইজতেমার উদ্বোধন করেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরের জন্য গত সংখ্যা 'আহমদী'—দ্রষ্টব্য। অন্যান্য মজলিসেও ইজতেমা করার জন্য অত্র অফিসে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

মজলিসের চাঁদা ঃ

আগামী ৩১শে অক্টোবর মজলিসে খোদামুল আহমদীয়ার আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবে। যে সকল মজলিস ইজতেমা শেষ হইবার পূর্বে তাহাদের বাজেটকৃত চাঁদা পরিশোধ করিবে তাহাদিগকে বিশেষ সনদ প্রদান করা হইবে।

বাংলাদেশ ব্যাপী তালিমী পরীক্ষা :

আগামী ২০শে অক্টোবর বাংলাদেশব্যাপী আয়োজিত তালিমী পরীক্ষায় অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণের জন্য খোদাম ও আতফাল ভাইগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। বিষয়: হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত 'ইসলামী নীতিদর্শন' পুস্তক অবলম্বনে আনসার, লাজনা খোদামের জন্য এবং "ওফাতে ঈসা" পুস্তক অবলম্বনে আতফাল ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার জন্য।

বার্ষিক কার্য বিবরণী :

প্রত্যেক মজলিসের কায়েদকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ইজতেমায় আসার প্রাক্কালে তাঁহারা যেন নিজ নিজ মজলিসের বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৭৭-৭৮ সন) সংগে লইয়া আসেন। সম্ভব হইলে ইজতেমার পূর্বেই অত্র অফীসে ডাকযোগে কার্য-বিবরণী পাঠাইবার জন্য প্রত্যেক মজলিসের কায়েদকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। সকল কায়েদকেই এই বিবরণী পেশ করিতে হইবে এবং সেই সংগে আগামী বৎসরের কার্যসূচীও উল্লেখ করিতে হইবে।

সুন্দরবন মজলিসে ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং সাফল্যজনকভাবে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শাহবাজপুর মজলিস প্রতিষ্ঠিত :

গত ১০ই অক্টোবর দক্ষিণ শাহবাজপুরে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জিল্লুর আলী সাহেবের সভাপতিত্বে খোদ্দাম ও আতফালের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য এবং কর্তব্যাবলীর উপর সারগর্ভ আলোকপাত করেন। অতঃপর এই নবগঠিত জামাতে মজলিস কায়েম করা হয়। স্থানীয় জামাতের পক্ষ হইতে সকল খোদ্দাম ও আতফালের সম্মতিক্রমে জনাব মোস্তফা সাহেবকে কায়েদ নিযুক্ত করা হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী অত্র মজলিস ও জামাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উন্নতির জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

[বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ হইতে]

—::—

শুভ বিবাহ

৬/১০/৭৮ইং রোজ শুক্রবার ঘাটুরা গ্রামে মজিবুর রহমান লস্কর সাহেবের বাড়ীতে খরমপুর নিবাসী মৃত ফজলুর রহমান খাদেম সাহেবের ছেলে জনাব মাহফুজুর রহমান খাদেম সাহেবের সঙ্গে ক্রোড়া নিবাসী মৃত খোরশেদ আহমদ ভূঞা সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে ফয়জুননাহার বেগম সাহেবার শুভ বিবাহ ৬,০০০ (ছয় হাজার টাকা) দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংবাদ

০ দৈনিক আল-ফজল-এ প্রকাশ, হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বিগত মাসের শেষ পক্ষকালে লণ্ডনে দাঁতের চিকিৎসা করান। বর্তমানে হুজুর আল্লাহ্-তায়ালার ফযলে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুরের আশু পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং আল্লাহতায়ালার সার্বক্ষণিক সাহায্য-সমর্থন ও হেফাযতে দ্বীনে-ইসলামের মহান কর্মপ্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সদা নিয়োমিত দোওয়া জারী রাখিবেন। বিগত মে মাসের শেষার্ধ হইতে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী হুযুর আকদাস (আইঃ) ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করিয়া সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সহিত শেষ যুগে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার ও কাসরে-সলীবের আসমানী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের সাফল্যজনক রূপদানের তওফিক লাভ করিয়া বিগত ৮ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডন হইতে চলতি মাসের শেষার্ধে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা ইমাউল্লাহর ইজতেমাসমূহে যোগদানের উদ্দেশ্যে মরকযে-আহমদীয়াত রবওয়ায় প্রত্যাগমন করিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংবাদ এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। আল্লাহ করুন হুজুর যেন সালামতি ও কল্যাণের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহার সবিশেষ হাফেজ ও নাসের হউন। (আমিন)

০ বিগত ২৭-৯-৭৮ইং তারিখে মোহ্তারম আমীর সাহেবের নিকট হুজুরের পক্ষ হইতে জনাব প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের প্রেরিত ঈমান বর্ধক পত্র ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া গেল :

R a b w a h.
Date :27-9-78.

Dear Brother,

Assalamo Alaikum.

Thank you for your letter of 10-9-78. Hazrat Khalifatul Masih III has kindly offered prayers that Allah may enable you to bring the blessed hour as soon as possible to complete the under construction mosque. May Allah grant you a favourable weather to carry on the construction work and bless the communty with His grace and mercy and make it strong and spread, Ameen.

Yours sincerely
(M. G. Ahmad)
Private Secretary.

Moulvi Mohammad Sahib, Ameer,
Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshi Bazar Road, Dacca-1
B A N G L A D E S H.

০ মোহতারম আমীর সাহেব ১লা অক্টোবর হইতে ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা হইতে নাটোর, চুয়াডাঙ্গা ও খুলনা সফর করেন। খুলনায় একজন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হন। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার জন্য তিনি সুন্দরবন জামাত পরিদর্শনে যাইতে পারেন নাই। সেখানে সমস্ত বাড়ী-ঘরে পানি উঠিয়াছে এবং রাস্তা-ঘাট ও শষ্য ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে। সেখানকার জামাতের সকলের এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও স্থিতিশীলতার জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

০ বিগত ৭ই অক্টোবর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা হইতে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ভিজির আলী সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুয়াল্লেম ওকুফে জদীদ মৌঃ মোহাম্মদ ইস্রাফিল দিওয়ান, খন্দকার সালাহ উদ্দীন ও দুইজন খোদ্দাম দক্ষিণ শাহাবাজপুর তবলিগী সফর করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে সেখানে ৭ জন পুরুষ বয়েত গ্রহণ করেন। তাহাদের ঈমানের উন্নতি ও এস্তেকামাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

ঘানায় খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা

দুই হাজারের উর্ধে খোদ্দামের যোগদান

ঘানা (পঃ আফ্রিকা) হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, 'ওয়া' শহরে আপার রিজিয়নের খোদ্দামুল আহমদীয়া মজলিস সমূহের দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সকল মজলিস হইতে দুই হাজারের উর্ধে খোদ্দাম (১৫ হইতে ৪০ বৎসরের আহমদী যুবক) যোগদান করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় আহমদী মুয়াল্লেম আল-হাজ্জ সালেহ সাহেবের কর্মপ্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করা হয়। উক্ত রিজিয়নের সরকারী প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী জামাতে আহমদীয়ার সামাজিক এবং চরিত্রগঠন ও শিক্ষামূলক অবদান ও কর্মতৎপরতার ভূয়শী প্রশংসা করেন।

দ্বীনি ও এলমী প্রতিযোগিতাসমূহ ব্যতীত বিভিন্ন খেলায়ও খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। —যেমন, ভলিবল, ফুটবল, টেবিল টেনিস এবং রশিটানার প্রতিযোগিতা।

ঘানার সংবাদপত্রসমূহ, রেডিও এবং টেলিভিশনে আমাদের উক্ত দুইদিনব্যাপী ইজতেমার অনুষ্ঠানসমূহ প্রচারিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। (আল-ফজল, ২২শে আগষ্ট ১৯৭৮ ইং)

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

হজ্ব-যাত্রা

আল-হাজ্ব মোঃ আব্দুস সালাম সাহেব তাঁহার বেগম মুসলেমা খাতুন সাহেবা সহকারে লণ্ডন হইতে ২২শে অক্টোবর তারিখে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে জিদ্দা রওয়ানা হইতেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাদের হাফেজ ও নাসের হন। উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারা বিগত আগষ্ট মাসের শেষভাগে ঢাকা হইতে লণ্ডনে পুত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ ও তথা হইতে হজ্ব-যাত্রার উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

২০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য

তালিমী পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

বিষয়ঃ 'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তক অবলম্বনে (আনসার, খোদ্দাম ও লাজনার জন্য)

প্রশ্ন—১। মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার তিনটি মূল উৎস কি কি? যে কোন একটি উৎস ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—২। মানুষের আত্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা কি ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—৩। মানুষের 'ইসলাহ' বা শুদ্ধির তিনটি পদ্ধতি কি কি সংক্ষেপে লিখুন।

প্রশ্ন—৪। পাপ বর্জন সংক্রান্ত দুইটি চরিত্র-গুণের নাম লিখুন এবং সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—৫। 'ইসালে খায়ের' বা কল্যাণ সাধন সংক্রান্ত দুইটি চরিত্র-গুণের উল্লেখ করতঃ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

প্রশ্ন—৬। পবিত্র কুরআনের আলোকে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের যুক্তিভিত্তিক কয়েকটি প্রমাণ পেশ করুন।

প্রশ্ন—৭। আল্লাহতা'লার সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় কি?

প্রশ্ন—৮। "পরকাল নূতন কোন জিনিষ নহে, এবং উহার সমাক শ্রাবলী এই পার্থিব জীবনেরই প্রতিচ্ছায়া ও স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ হইবে।" আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—৯। "ইহলোকে যে সকল বিষয় আধ্যাত্মিক ছিল, পরলোকে ঐ সকলই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে।" ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—১০। "পরলোকে উন্নতির শেষ নাই"—ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—১১। পৃথিবীতে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? কিভাবে সেই উদ্দেশ্য লাভকরা সম্ভব?

প্রশ্ন—১২। "কামেল একীন বা পূর্ণ জ্ঞানের উপায় হইল খোদাতা'লার ইলহাম"—আলোচনা করুন।

(বিষয়ঃ "ওফাতে ঈসা' পুস্তক অবলম্বনে। (আতফাল ও নাসেরাতের জন্য)

প্রশ্ন—১। পবিত্র কুরআন হইতে ২টি আয়াত পেশ করতঃ প্রমাণ কর যে, হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করিয়াছেন।

প্রশ্ন—২। হাদীস শরীফ হইতে দুইটি উদ্ধৃতি পেশ করতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমান পেশ কর।

প্রশ্ন—৩। হযরত ঈসা (আঃ) সংক্রান্ত ক্রুশের সত্যিকার ঘটনা কি ছিল এবং তাঁহার ভারত উপমহাদেশে হিজরতের কি কারণ ছিল?

প্রশ্ন—৪। "হযরত ঈসা আঃ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন" এই কথার মূল তাৎপর্য কি এবং কিভাবে তা পূর্ণ হইয়াছে?

প্র—৫। হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে প্রচলিত ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধারনা কিরূপ? কিভাবে এই সকল ভ্রান্ত-ধারনার অপনোদন করা হইয়াছে এবং কে তাহা করিয়াছেন?

প্রশ্ন—৬। মুহাম্মদী মসীহ (আঃ) এবং মুসায়ী মসীহ (আঃ)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর একটি তালিকা দাও।

প্রশ্ন—৭। "হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই"—এই কথার সমর্থনে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ কর। (সেক্রেটারী তালীম, বাঃ আঃ আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor